চিফ হুইপের সোনার ছেলেরা...

চিফ হুইপের ছেলের 'বাতাস বাহিনীর' খবর নতুন নয়, পুরনো। ইতিপূর্বে তারা মানিকগঞ্জ এবং পুরান ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় সন্ত্রাসী কার্যক্রম চালিয়েছে। পত্র-পত্রিকায় এর খবরও এসেছিল। কিন্তু সব প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। চিফ হুইপ খোন্দকার দেলোয়ারের দুই ছেলে পবন-ডাবলু আবারও সন্ত্রাস এবং চাঁদাবাজির ঘটনায় লিপ্ত। কিন্তু কোথায় র‍্যাব, চিতা, কোবরা? কেউ তো তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলে না!

রেজাউল করিম
কাফরুল, ঢাকা

গোয়েন্দাদের ব্যর্থতা

গত শতাব্দীতে বাঙালি জাতির সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হলো স্বাধীনতা। ভাবতেই কষ্ট হয় স্বাধীনতার ৩৪ বছর পরও যেন আমরা প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করতে পারিনি। লজ্জার বিষয়, বিগত কয়েকটি সরকার নিজেদের শাসনকালকে উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রতীক এবং পূর্ববর্তী শাসনকালকে অযোগ্য ও ব্যর্থ শাসনকাল হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

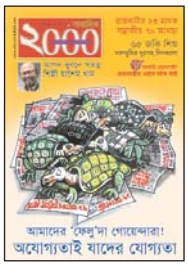

বিগত সরকারের শাসনামলে আমরা দেখেছি, তারা বোমাবাজির ঘটনায় একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীকে দায়ী করেছিলেন। বর্তমান সরকারের ক্ষেত্রে তা আরো প্রকট আকার ধারণ করেছে। ১৭ আগস্টের ঘটনা আমাদের হতবাক করে দেয় যে আমরা যেন সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি। তাদের দয়ার ওপর আমরা চলছি। তারা যেন ইচ্ছে করলেই বোমাগুলোর ক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়ে পুরো দেশটিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারতো। যদি আমাদের সামরিক বাহিনীকে বলা হতো দেশবাসীর অজান্তে দেশজুড়ে বোমা হামলা চালাতে হবে। সামরিক বাহিনী হয়তো বা তাতে ব্যর্থ হতো। কিন্তু সন্ত্রাসী গ্রুপগুলো সফল হয়েছে। এখন আমাদের প্রশ্ন, কী দরকার ছিল কোটি কোটি টাকা খরচ করে এই গোয়েন্দা সংস্থাগুলো পরিচালনা করা, যদি তারা সর্বদাই আমাদের নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়?

প্রতিবার একাধিক তদন্ত কমিটি গঠিত হলেও এখন পর্যন্ত কোনো গোয়েন্দা সংস্থা কিংবা তদন্ত কমিটি একটি ঘটনারও সঠিক বা পূর্ণাঙ্গ তথ্য দিতে সমর্থ হয়নি।

দোলন
ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক

মন্তব্য তাদের সর্বনাশ আমাদের

দেশে সিরিজ বোমা হামলা নিয়ে দু'নেত্রীর মন্তব্য বিভ্রান্তিকর। বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা অভিযোগ করে বলেছেন যে, প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যে প্রকৃত সন্ত্রাসীদের আড়াল করতে চায়। অপরদিকে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া সংসদে বলেছেন, সমৃদ্ধির পথে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় যারা ঈর্ষান্বিত, বোমা হামলা তাদের কাজ। এ ধরনের মন্তব্য অনির্দিষ্ট এবং দ্ব্যর্থবোধক। ফলে এতে বিভ্রান্তিই সৃষ্টি হবে। আর প্রকৃত দুষ্টচক্র পার পেয়ে যাবে যথারীতি। আমাদের দুই মহান নেত্রী যখনই কোনো সন্ত্রাসী হামলা ঘটে তখনই একে অপরকে শাপ শাপান্ত করতে প্রাণান্তকর ব্যস্ততায় মেতে ওঠেন। এ কারণে হামলাকারীরা পার পেয়ে যায়। সর্বনাশ হয় দেশ আর জনগণের।

রাইয়ান আরাবিন
বারিধারা ডিএইচএস, ঢাকা

আদা পেঁয়াজ ও উন্নয়নের গল্প

জোট সরকার ৪ বছর ক্ষমতায় থাকার পর বুঝতে পারলেন দেশের উন্নয়নের জন্যে সপ্তাহে ২ দিন ছুটি প্রয়োজন। ২০০১ সালে ক্ষমতায় এসেই তারা উত্তরাধিকার সূত্রে সপ্তায় ২ দিন ছুটি পেয়েছিলেন। যেহেতু তা ছিল পূর্ববর্তী আওয়ামী লীগ সরকারের সিদ্ধান্ত। সেজন্য সে সময় তাদের ধারণা হয়েছিল, দেশের যাবতীয় দুর্গতির মূলে এ দু'দিন ছুটি। যতদূর মনে পড়ে, ক্ষমতায় এসে তারা প্রথমে সপ্তায় দু'দিনের ছুটির সিদ্ধান্ত বাতিল করে তার পক্ষে অনেক বাতচিৎ করেছিলেন।

ক্ষমতার মেয়াদ যখন প্রায় শেষ, তখন তারা বুঝলেন সপ্তায় দু'দিন ছুটিই দেশের যাবতীয় উন্নতির মূল। তাহলে শুধু গোয়ার্তুমি করতে গিয়ে গত ৪ বছর দেশকে উন্নয়নের সুযোগ থেকে যে বঞ্চিত করলেন তার মাশুল কে দেবে?

অর্থমন্ত্রী বলেছেন, দু'দিন ছুটির সুযোগে শহরের লোক গ্রামে গিয়ে পেঁয়াজ, আদার উৎপাদন বাড়াবে এবং দেশে অভূতপূর্ব উন্নয়ন হবে। এর আগে অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন পেঁয়াজ না খেলে কি হয়? এখন এর উৎপাদন বাড়াতে চাইছেন কেন?

আসলে জোট সরকারের আমলা-মন্ত্রীদের কারণেই দেশের দুর্ভোগ বাড়ছে। মানুষ ভাবছে কবে এদের হাত থেকে রেহাই মিলবে। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেটি বুঝবেন কবে?

আখতারুল আলম বাবলু
লোহাগড়া, নড়াইল

র‍্যাবের গাড়ির হর্ন

দেশে এখন সন্ত্রাসীদের জন্য মহাআতঙ্কের নাম র‍্যাব। দলমত নির্বিশেষে সবাই একবাক্যে স্বীকার করবেন যে র‍্যাবের কার্যক্রমে বাংলাদেশে সন্ত্রাসীরা তটস্থ হয়ে আছে এবং ক্রসফায়ারে প্রায়ই সন্ত্রাসীদের নিহত হবার খবর পাওয়া যাচ্ছে। বিষয়টি সুখকর বটে। ব্যক্তি বিশেষ বা দল বিশেষের সমালোচনা সব সময় সব কাজে ছিল, এখানেও আছে। এ নিয়ে চিন্তিত হবার কিছু নেই। ইদানীং গডফাদারদের তালিকা তৈরি করে মাঠে নেমেছে র‍্যাব। সাধারণ মানুষ যে শান্তিতে আছে তা তাদের মুখ থেকেই শোনা যাচ্ছে। উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব-পশ্চিমের জনপদ আজ একই শান্তির মোহনায় এসে দাঁড়িয়েছে। এ জন্য সরকারকে সাধুবাদ, র‍্যাব সদস্যদের ধন্যবাদ।

র‍্যাব বর্তমানে এক বিশেষ ধরনের গাড়ি ব্যবহার করছে এবং সেই গাড়ির হর্নও বিশেষ। যখন তাদের গাড়িবহর ছুটে চলে, ঐ বিশেষ হর্ন বাজিয়েই চলে। তাতে করে সন্ত্রাসীরা খুব সহজেই লাল সংকেত পেয়ে পালাতে পারে। এ ব্যাপারে র‍্যাবের কিছু কৌশল ব্যবহার করা উচিত। আমার কয়েকটি পরামর্শ হলো- র‍্যাব বিশেষ কোনো গাড়ি ব্যবহার করতে পারবে না অথবা পারলেও গাড়ির হর্ন ব্যবহার করা যাবে না। সাধারণ পরিবহনের হর্ন ব্যবহার করাই শ্রেয়। কারণ, সন্ত্রাসীরা র‍্যাবের হর্নের সঙ্গে পরিচিত হয়ে গেছে। তারা হর্নের আওয়াজ পেলেই পালাতে পারে।

নাসির উদ্দীন বিশ্বাস
দক্ষিণ বিশিল, মিরপুর, ঢাকা

আসল-নকল

এমনও প্রতিষ্ঠান আছে যারা একটি পণ্যের লাইসেন্স নিয়ে একাধিক পণ্য বাজারজাত করে আসছে। ব্যাপারটা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত। সরকারের ভেজাল বিরোধী অভিযানের সঙ্গে

আরো একটি অভিযান শুরু হয়েছে। বিএসটিআই সারা দেশে পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতাদের ব্যবহৃত দাড়িপাল্লা ও ওজন মাপার মিটার ভেরিফিকেশনপূর্বক সিল প্রদান করছে। আমি একজন ব্যবসায়ী হয়ে বিষয়টির জন্য ধন্যবাদ দেই সরকারকে। অনেক অসাধু ব্যবসায়ী ওজনে কম দিয়ে দিনে দিনে আঙুল ফুলে কলাগাছ হচ্ছে অহরহ। তাই ক্রেতার ন্যায্য ওজন যাতে বিক্রেতা দিতে পারে তার জন্য সঠিক ওজন পরিমাপ করার দাঁড়িপাল্লা বা বাটখারা যেটাই হোক ভেরিফিকেশন করা হলে ক্রেতা তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হবে না।

রফিকুল ইসলাম মাহী
পশ্চিম চৌকিদেখী, সিলেট

ভোট দেবো কাকে

বর্তমান সরকার দেশে সবকিছুকে একেবারে লেজে-গোবরে করে ফেলেছে। তারা না পারছে বোমা হামলা ঠেকাতে বা আগে ঘটিত হামলাগুলোর রহস্য উন্মোচন করতে, না পারছে দেশের সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করতে। ডলারের মূল্যমানও নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না? এর মধ্যে একদফা আবার বেড়েছে তেলের দাম। যদিও সরকার অজুহাত দিচ্ছে বিশ্বব্যাপী তেলের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় তারা তেলের দাম বাড়িয়েছে। কিন্তু এ অজুহাত কি যথেষ্ট? সাধারণ মানুষ কি এসব বুঝবে? তারা দেখবে তাদের দৈনিক যাতায়াত খরচ বেড়ে গেছে, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে আরো একদফা। এরই মধ্যে বেড়েছে কাগজের দাম। ফলে শিক্ষার্থীদের মাথায় হাত। আওয়ামী লীগের ভূমিকাও মোটেই সন্তোষজনক নয়। তারা তাদের কর্মসূচি সেই হরতাল, মিছিল, জ্বালাও-পোড়াও, ভাঙচুর থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। যেসব ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার ব্যর্থ, সেসব ক্ষেত্রে তাদের শাসনকালে তারাও ছিল ব্যর্থ। এখন আমরা সাধারণ মানুষ আগামী নির্বাচনে ভোট দেবো কাকে?

এসএম নওশের
ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ, ঢাকা

দৃষ্টি আকর্ষণ

প্রবাসীদের ভোটাধিকার

আমাদের প্রবাসী বাঙালির সংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষাধিক। ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান, কোরিয়াসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতেই প্রবাসী বাঙালির বসবাস সর্বাধিক। দিন-রাত পরিশ্রম করে তারা এ দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধি করে আসছেন। জাতীয় বাজেটের একটি বৃহৎ অংশ আসে প্রবাসীদের রেমিটেন্স থেকে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, আমাদের প্রবাসীরা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন না। প্রবাসীদের ভোটাধিকার প্রয়োগের অধিকার উচ্চ আদালত কর্তৃক স্বীকৃত। যে দেশে একটি ভোটের ব্যবধানে প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারিত হয়, সেখানে অর্ধকোটি ভোটারকে কেন নির্বাচনের বাইরে রাখা হয়েছে তা আমাদের বোধগম্য নয়। আগামী সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে নির্বাচন কমিশন ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি শুরু করেছে। সারা দেশে নতুন ভোটার তালিকা প্রণয়নের কার্যক্রমও হাতে নেয়া হয়েছে। প্রবাসীদের প্রত্যেকেরই আছে বাংলাদেশী পাসপোর্ট। পাসপোর্টে দেয়া স্থায়ী ঠিকানা অনুযায়ী অতি সহজে প্রবাসীদেরও নিজ নিজ এলাকার ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে প্রবাসীদের ভোটার তালিকার কাজ সম্পন্ন করা হলে অতিরিক্ত জনবলের প্রয়োজন হবে না। একইভাবে দূতাবাসের মাধ্যমে কিংবা তথ্যপ্রযুক্তির এ যুগে ইন্টারনেটের মাধ্যমেও প্রবাসীদের ভোট গ্রহণ করা যাবে। উচ্চ আদালতের নির্দেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আগামী সংসদ নির্বাচনেই প্রবাসীদের ভোটাধিকার প্রয়োগের ব্যবস্থা করা হোক।

ওমর আলী, আলমনগর, রংপুর
Email : pairaho@yahoo.com

ফোরাম ২০০০-এ চিঠি ১২৫ শব্দের উপর না হওয়াই ভালো। চিঠি পাঠাবার ঠিকানাঃ
ফোরাম, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

জনগণ বোকা নয়

শিশুকালে প্রতিপক্ষের সঙ্গে পেরে না উঠলে আমরা তাকে ভয় দেখিয়ে বলতাম- থাম, আব্বাকে ডাকছি। বলেই আব্বা, আব্বা বলে চিৎকার শুরু করে দিতাম। বর্তমানে আমাদের রাজনীতিবিদগণ শিশুর মতো যেন সেই কাজটাই করে চলেছেন। সাম্প্রতিক বোমা হামলার পর দেশের চিত্র হচ্ছে একদিকে কিছু কট্টরপন্থী মৌলভী মোল্লা, বোমা-বাহক ধরা পড়ছে, অপরদিকে আওয়ামী লীগ দোষারোপ করছে বিএনপিকে। আর বিএনপি দোষারোপ করছে আওয়ামী লীগকে। ওদিকে মূল হোতারা আড়ালে থেকে যাচ্ছে। বিশ্বের বিজ্ঞ রাজনীতিবিদদের কাছে আমাদের রাজনীতিবিদগণ যেন শিশু। কুচক্রীদের ১৭/৮-এর ঘটনার কূটচালে আমাদের অস্তিত্বই যখন হুমকির সম্মুখীন তখন আমাদের রাজনীতিবিদগণ শুধু 'আব্বা', 'আব্বা' করে চলেছেন। তাই অনুরোধ করি রাজনীতিতে বিজ্ঞতার পরিচয় না দিতে পারলেও অন্তত বেফাঁস কথাবার্তা বলবেন না। এখনো সময় আছে, নিজেদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তুলুন।
জনতার নামে জনতার সঙ্গে আর ভাঁওতাবাজি করবেন না। ভোট আসতে দিন, আমরা বুকের রক্ত দিয়ে দেশকে স্বাধীন করেছি। মনে রাখবেন, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব, তবুও দেশকে মুক্ত করে ছাড়বো ইন্‌শাল্লাহ।

মোঃ গোলাম মোস্তফা
দক্ষিণ বাড্ডা, ঢাকা

এইচএসসি পরীক্ষা দিয়েছো? তোমাকেই বলছি...

www.VarsityAdmission.COM